অন্যান্য উৎস হইতে আয় (Income from Other Sources) - ধারা ৬৬

যখন কোনো আয় আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট অন্য কোনো খাতের (যেমন—চাকুরি, ব্যবসা, সম্পত্তি, মূলধনী লাভ ইত্যাদি) মধ্যে পড়ে না, তখন তা "অন্যান্য উৎস" (Other Sources) এর আওতায় ধরা হয়।

(ক) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি জ্ঞানের ফি, স্পর্শাতীত সম্পত্তির অধিকার ব্যবহার বাবদ আয়

(খ) সরকার প্রদত্ত নগদ ভর্তুকি (Government Subsidy)

(গ) সম্পদ হস্তান্তর হতে অর্জিত আয়

(ঘ) দান, অনুদান বা উপহার (Donation, Gift, Grant)

(ঙ) গোষ্ঠী বিমা পলিসি থেকে কর্মচারীর প্রাপ্ত অর্থ বা সুবিধা

(চ) ধারা ৩০-এর বাইরে থাকা অন্য যেকোনো উৎস হতে আয়

ধারা ৬৬(ক) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি জ্ঞানের ফি, স্পর্শাতীত সম্পত্তির অধিকার ব্যবহার বাবদ আয়

যখন কেউ তার মেধা, জ্ঞান, বা মেধাস্বত্ব (Intellectual Property – যেমন বই, গান, সফটওয়্যার, গবেষণা পেটেন্ট) ব্যবহার করতে দেয় এবং এর বিনিময়ে টাকা পায়। যেমন:

- একজন লেখক বই লিখলেন, প্রকাশক প্রতি বিক্রির জন্য তাকে রয়্যালটি দিচ্ছে।
- একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার সফটওয়্যার ব্যবহার করার জন্য লাইসেন্স ফি পাচ্ছে।
- একজন বিদেশি বিশেষজ্ঞকে কারিগরি জ্ঞানের জন্য পরামর্শ ফি দেওয়া হলো।

এগুলো সব Other Sources আয়।

উদাহরণ: জনাব রাশেদ একজন লেখক। তার বই প্রকাশক ২০২৪–২৫ কর বছরে তাকে রয়্যালটি বাবদ ৫,০০,০০০ টাকা দিয়েছে। এই বই লিখতে গিয়ে তার প্রিন্টিং প্রুফ, রিসার্চ খরচ ইত্যাদি ৫০,০০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

Computation:
মোট আয় (Gross Royalty Income) = ৫,০০,০০০ টাকা
(-) অনুমোদিত খরচ (Allowable Expense) = ৫০,০০০ টাকা
= **করযোগ্য আয় = ৪,৫০,০০০ টাকা**

উদাহরণ: জনাব রুবেল একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। তিনি ৩টি কোম্পানিকে ERP সফটওয়্যারের লাইসেন্স দিয়েছেন। প্রতি কোম্পানি তাকে বছরে ২,০০,০০০ টাকা করে দিয়েছে। তার সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্সে খরচ হয়েছে ৭৫,০০০ টাকা।

Computation:
লাইসেন্স ফি আয় = ৩ × ২,০০,০০০ = ৬,০০,০০০ টাকা
(-) খরচ = ৭৫,০০০ টাকা
= **করযোগ্য আয় = ৫,২৫,০০০ টাকা**

ধারা ৬৬(খ) সরকার প্রদত্ত নগদ ভর্তুকি (Government Subsidy)

সরকার যখন নগদ অর্থ দেয় কৃষি, শিল্প, রপ্তানি বা অন্য কোনো খাতে সহায়তা হিসেবে, সেটা আয় ধরা হবে। যেমন:

- কৃষক সরকার থেকে সার ভর্তুকি বাবদ নগদ টাকা পেলেন।
- কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকার থেকে রপ্তানি প্রণোদনা ভর্তুকি পেলো।

এগুলোও Other Sources আয়।

উদাহরণ: জনাব করিম একজন কৃষক। সরকার তাকে সার ভর্তুকি বাবদ নগদ ১,৫০,০০০ টাকা দিয়েছে। এই টাকা পুরোপুরি নগদ আকারে পাওয়া গেছে, কোনো খরচ বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই।

Computation:
সরকারি ভর্তুকি প্রাপ্ত আয় = ১,৫০,০০০ টাকা
করযোগ্য আয় = ১,৫০,০০০ টাকা

উদাহরণ: ABC Garments Ltd. ২০২৪–২৫ অর্থবছরে রপ্তানি করেছে। সরকার তাদেরকে রপ্তানি প্রণোদনা হিসেবে দিয়েছে ২০,০০,০০০ টাকা। রপ্তানি প্রণোদনা পেতে বিভিন্ন ব্যাংক চার্জ বাবদ কোম্পানির খরচ হয়েছে ৫০,০০০ টাকা।

Computation:
রপ্তানি ভর্তুকি আয় = ২০,০০,০০০ টাকা
(-) খরচ (Allowable Bank Charges) = ৫০,০০০ টাকা
করযোগ্য আয় = ১৯,৫০,০০০ টাকা

ধারা ৬৬(গ) সম্পদ হস্তান্তর হতে অর্জিত আয়

কোনো সম্পদ বিক্রি করে আয় হলে, যা goodwill, mineral deposits (খনিজ মজুদ), hydrocarbons (তেল, গ্যাস) ছাড়া অন্য কিছু। যেমন:

- একজন শিল্পী নিজের আঁকা ছবি বিক্রি করলেন।
- একজন ব্যক্তি নিজে বানানো মডেল, ডিজাইন বা আবিষ্কার বিক্রি করলেন।

এই আয়ও Other Sources এর মধ্যে পড়বে।

উদাহরণ: জনাব রফিক একজন শিল্পী। তিনি তার আঁকা একটি ছবি বিক্রি করেছেন ৩,০০,০০০ টাকা-তে। এই ছবি বানাতে তার রঙ, ক্যানভাস, অন্যান্য খরচ হয়েছে ৫০,০০০ টাকা।

Computation:
মোট বিক্রয় মূল্য = ৩,০০,০০০ টাকা
(-) খরচ = ৫০,০০০ টাকা
= **করযোগ্য আয় = ২,৫০,০০০ টাকা**

উদাহরণ: জনাব রুবেল একটি নতুন মোবাইল অ্যাপের অ্যালগরিদম (Algorithm) উদ্ভাবন করেছেন। একটি কোম্পানি সেই অ্যালগরিদম কিনেছে ১২,০০,০০০ টাকা-তে।
গবেষণা ও উন্নয়নে খরচ হয়েছে ৩,০০,০০০ টাকা।

Computation:
বিক্রয় মূল্য = ১২,০০,০০০ টাকা
(-) গবেষণা খরচ = ৩,০০,০০০ টাকা
= **করযোগ্য আয় = ৯,০০,০০০ টাকা**

ধারা ৬৬(ঘ) দান, অনুদান বা উপহার (Donation, Gift, Grant)

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি দান, অনুদান বা উপহার হিসেবে টাকা বা সম্পদ পায়, সেটা আয় ধরা হবে। যেমন:

- কোনো এনজিও বিদেশ থেকে নগদ অনুদান পেলো।
- কোনো ব্যক্তি তার এক আত্মীয় থেকে বড় অংকের নগদ টাকা, জমি ইত্যাদি উপহার পেলেন।

এসব আয়ও Other Sources এর অধীনে গণ্য হবে।

উদাহরণ: জনাবা মীনা তার এক বন্ধুর কাছ থেকে বাজার মূল্য ২০,০০,০০০ টাকা সমমূল্যের একটি জমি উপহার পেয়েছেন। উপহার গ্রহণ করতে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য খরচ হয়েছে ২,০০,০০০ টাকা।

Computation:
জমির বাজারমূল্য (Gift Value) = ২০,০০,০০০ টাকা
(-) খরচ (Registration, Fees) = ২,০০,০০০ টাকা
= **করযোগ্য আয় = ১৮,০০,০০০ টাকা**

উদাহরণ: একটি NGO বিদেশ থেকে শিক্ষা খাতে সহায়তার জন্য ৫০,০০,০০০ টাকা নগদ অনুদান পেয়েছে। এই অনুদান সংগ্রহ করতে গিয়ে ব্যাংক চার্জ ও কাগজপত্রের খরচ হয়েছে ৫০,০০০ টাকা।

Computation:
বিদেশি অনুদান প্রাপ্তি = ৫০,০০,০০০ টাকা
(-) খরচ (Bank Charges, Processing) = ৫০,০০০ টাকা
= **করযোগ্য আয় = ৪৯,৫০,০০০ টাকা**

ধারা ৬৬(ঙ) গোষ্ঠী বিমা পলিসি থেকে কর্মচারীর প্রাপ্ত অর্থ বা সুবিধা

কোনো কর্মচারী তার কোম্পানির গ্রুপ ইনস্যুরেন্স স্কিম থেকে টাকা বা সুবিধা পেলে। যেমন:

- একটি ব্যাংকের কর্মচারী গ্রুপ লাইফ ইনস্যুরেন্স থেকে টাকা পেলেন।
- কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী স্বাস্থ্য বিমা ক্লেইম বাবদ সুবিধা পেলেন।

এটাও Other Sources আয়।

উদাহরণ: জনাব হানিফ একটি ব্যাংকে চাকরি করেন। তার কোম্পানির Group Life Insurance স্কিমে তিনি অংশগ্রহণ করছেন। ২০২৪–২৫ অর্থবছরে, কোম্পানি তার পরিবারের জন্য ১০,০০,০০০ টাকা Life Insurance পেমেন্ট করেছে।

Computation:
Group Life Insurance প্রাপ্তি = ১০,০০,০০০ টাকা
= **করযোগ্য আয় = ১০,০০,০০০ টাকা**

ধারা ৬৬(চ) ধারা ৩০–এর বাইরে থাকা অন্য যেকোনো উৎস হতে আয়

আইন অনুযায়ী অন্য কোনো খাতের মধ্যে না পড়া আয় হলে সেটা এখানে পড়বে। যেমন:

- বক্তৃতা বা সেমিনার থেকে আয় (যেমন মিজ সুফিয়া আক্তারের কেস)।
- লটারি জেতার টাকা (যদি আলাদা খাত নির্দিষ্ট না থাকে, তবে এখানে ধরা হবে)।
- কোনো অপ্রত্যাশিত নগদ পুরস্কার।

উদাহরণ: জনাব রাশেদ ১০,০০,০০০ টাকা লটারিতে জিতেছেন। লটারিতে অংশগ্রহণের জন্য তার খরচ হয়েছিল ৫০,০০০ টাকা।

Computation:
লটারির পুরস্কার = ১০,০০,০০০ টাকা
(-) অংশগ্রহণ খরচ = ৫০,০০০ টাকা
= **করযোগ্য আয় = ৯,৫০,০০০ টাকা**

উদাহরণ: জনাব ফারুক একটি অনলাইন ওয়ার্কশপ করাচ্ছেন। প্রতি অংশগ্রহণকারীর ফি = ৫,০০০ টাকা
মোট অংশগ্রহণকারী = ৩০ জন, ব্যবস্থাপনার খরচ = ২০,০০০ টাকা

Computation:
মোট আয় = ৫,০০০ × ৩০ = ১,৫০,০০০ টাকা
(-) allowable ব্যবস্থাপনার খরচ = ২০,০০০ টাকা
= **করযোগ্য আয় = ১,৩০,০০০ টাকা**

ধারা ৬৭ - অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্র

(১) "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" (Income from Other Sources) নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের অন্যান্য নিয়মাবলি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ – এই অধ্যায়ের সাধারণ বিধান (general provisions) যেমন আয় গণনা, ছাড় (deduction), কর আরোপের নিয়ম ইত্যাদি সবই এখানে মানা হবে।

(২) যদি কোনো করদাতার হিসাবের খাতায় কোনো ক্রেডিট **টাকা বা জমা পাওয়া যায়**,

- এবং সে টাকার উৎস বা প্রকৃতি সম্পর্কে করদাতা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে না পারেন,
- অথবা তার দেওয়া ব্যাখ্যা উপকর কমিশনার (DCT)-এর কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়,

তাহলে ওই টাকা সেই আয়বর্ষের "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" (Income from Other Sources)-এর আওতায় ধরে কর গণনা করা হবে।

উদাহরণ: ধরা যাক, করদাতা রহিমের ব্যাংক হিসাবে হঠাৎ ৫,০০,০০০ টাকা জমা হলো।

- রহিম যদি প্রমাণ করতে পারেন এটি তার জমির বিক্রির টাকা এবং দলিলপত্র দেখাতে পারেন → তাহলে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা।
- কিন্তু যদি রহিম কোনো কাগজপত্র না দেখাতে পারেন, বা বলেন "বন্ধু দিয়েছে" কিন্তু প্রমাণ নেই → তবে উপকর কমিশনার এটি "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসেবে ধরবে এবং তার উপর আয়কর দিতে হবে।

(৩) যদি কারো **সম্পদ বৃদ্ধি + খরচ + অন্য তহবিল থেকে ব্যয়** তার **আয় + করমুক্ত আয় + অন্য গ্রহণযোগ্য প্রাপ্তি** থেকে বেশি হয়, তবে যে বাড়তি অংশ পাওয়া যায়, সেটাকে "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" ধরে কর দিতে হবে।

নিয়ম: (ক+খ+গ) এর যোগফল (ঘ+ঙ+চ) এর যোগফল থেকে যদি বেশি হয়, তাহলে অতিরিক্ত অংশটুকু (অর্থাৎ (ক+খ+গ) – (ঘ+ঙ+চ)) করদাতার সেই আয়বর্ষের "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসাবে ধরা হবে। যেখানে -

- ক = নীট পরিসম্পদের পরিবৃদ্ধি
- খ = নির্বাহকৃত প্রকৃত খরচ
- গ = ক ও খ ছাড়া অন্য তহবিল থেকে ব্যয়
- ঘ = মোট নিরূপিত আয়

- ঙ = করমুক্ত আয়
- চ = ঘ ও ঙ ছাড়া অন্য গ্রহণযোগ্য প্রাপ্তি

উদাহরণ: ধরা যাক, একজন করদাতার ২০২4–২৫ আয়বর্ষে নিচের ঘটনা ঘটল –

- নীট সম্পদ বেড়েছে (ক) = 15,00,000 টাকা
- প্রকৃত খরচ (খ) = 10,00,000 টাকা
- অন্যান্য ব্যয় (গ) = 2,00,000 টাকা
- মোট নিরূপিত আয় (ঘ) = 18,00,000 টাকা
- করমুক্ত আয় (ঙ) = 2,00,000 টাকা
- অন্যান্য গ্রহণযোগ্য প্রাপ্তি (চ) = 3,00,000 টাকা

(ক+খ+গ) = 15,00,000 + 10,00,000 + 2,00,000 = 27,00,000 টাকা
অন্যদিকে, (ঘ+ঙ+চ) = 18,00,000 + 2,00,000 + 3,00,000 = 23,00,000 টাকা
(ক+খ+গ) – (ঘ+ঙ+চ) = 27,00,000 – 23,00,000 = 4,00,000 টাকা

এই অতিরিক্ত 4,00,000 টাকা করদাতার সেই বছর "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসাবে ধরা হবে এবং কর আরোপ করা হবে।

(৪) যদি কেউ বাণিজ্যিক মজুদ (stock-in-trade) বা আর্থিক পরিসম্পদ (financial asset) **ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ (যেমন জমি, বাড়ি, গাড়ি, সোনা, গহনা ইত্যাদি)** বাজারদরের থেকে অনেক কম দামে সম্পদ কিনে, তবে সেই "সুবিধা" বা পার্থক্য সরকার আয় হিসেবে ধরে নেবে, এবং তার উপর কর দিতে হবে।

উদাহরণ: করদাতা মিজান একটি জমি ক্রয় করেছেন ৫০,০০,০০০ টাকায়। কিন্তু বাজারে ওই জমির ন্যায্য মূল্য ৭০,০০,০০০ টাকা।

- ক্রয়মূল্য = ৫০,০০,০০০ টাকা
- ন্যায্য বাজারমূল্য = ৭০,০০,০০০ টাকা
- পার্থক্য = ২০,০০,০০০ টাকা

এই ২০,০০,০০০ টাকা কর কর্তৃপক্ষ ধরবে মিজানের "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" এবং তার উপর আয়কর দিতে হবে।

(৫) যে কোনো **চুক্তি বাতিল বা পরিবর্তনের ফলে** করদাতা যে অর্থ পান (তা যেকোনো নামে হোক—সুনামমূল্য, ফি, কমিশন, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি), তা সরাসরি আয় হিসেবে গণ্য হবে, এবং কর দিতে হবে।

উদাহরণ: একটি চুক্তি বাতিলের কারণে করদাতা সেলিম কে ৫০,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। এই ৫০,০০,০০০ টাকা করদাতার সেই বছরের "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসেবে গণনা হবে এবং আয়কর আরোপিত হবে।

(৬) যদি কোনো করদাতা **লিজ বা ভাড়া এর মাধ্যমে সেলামী বা প্রিমিয়াম আকারে এককালীন অর্থ পান**, তাহলে সেই অর্থকে ওই করদাতার "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" ধরা হবে এবং তার উপর কর আরোপিত হবে।

উদাহরণ: করদাতা রুবেল একটি সম্পত্তি লিজে দিয়েছেন। লিজ চুক্তির শুরুতেই তিনি এককালীন ১০,০০,০০০ টাকা প্রিমিয়াম পেয়েছেন।

এই ১০,০০,০০০ টাকা সেই বছরের "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসেবে ধরা হবে এবং কর দিতে হবে।

(৭) যদি কোনো **সম্পদ ক্রয়ের জন্য অর্থ দেওয়া হয়**, এবং সেই সম্পদের জন্য যে অর্থ পরিশোধ করেছেন, তাতে **উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ** (TDS/TCS) পরিশোধ হয়নি, সেই অর্থকে সরকার ধরে নেবে করযোগ্য আয় হিসেবে।

উদাহরণ: করদাতা রিনা একটি সম্পত্তি ক্রয় করেছেন ২০,০০,০০০ টাকায়। কিন্তু এই ক্রয়ের উপর ধার্যিত উৎসে কর (TDS) পরিশোধ হয়নি।
তাহলে ২০,০০,০০০ টাকাকে "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসেবে ধরা হবে এবং কর দিতে হবে।

(৮) যদি কোনো করদাতার **ঋণ মওকুফ করা হয়** বা মওকুফের কারণে তিনি সুবিধা পান, তা

- নগদ অর্থ (cash) হোক বা
- অর্থে রূপান্তরযোগ্য না হয়,

সেই লাভ বা সুবিধার অর্থমূল্য ওই আয়বর্ষের জন্য করদাতার "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসেবে ধরা হবে।

তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ধারা প্রযোজ্য হবে না:

(ক) যদি ঋণ মওকুফ হয় তফসিলি ব্যাংক বা নিবন্ধিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদত্ত স্বাভাবিক ব্যক্তিগত ঋণ বা সুদের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, সাধারণ ব্যক্তিগত ঋণ বা সুদ মওকুফের জন্য কর আরোপ হবে না।

উদাহরণ: করদাতা রাশিদ একটি ব্যাঙ্ক থেকে ব্যক্তিগত ঋণ নিয়েছিলেন। ব্যাঙ্ক ঋণ মওকুফ করে দিল। যদি এটি তফসিলি ব্যাংক বা নিবন্ধিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক ঋণ হয় → করযোগ্য নয়।

(খ) যদি ঋণ বা সুদ মওকুফ হয় স্টক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগকৃত সিকিউরিটিজের জন্য করযোগ্য নয়।, তবে লাভ বা সুবিধা ১০,০০,০০০ টাকার বেশি হলে করযোগ্য।

তবে সেটা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ অনুযায়ী নিবন্ধিত মার্চেন্ট ব্যাংকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার বা স্টক ব্রোকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত মার্জিন লোন বা তার সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে হতে হবে

উদাহরণ: করদাতা বিনিয়োগ করেছেন স্টক এক্সচেঞ্জে এবং মার্জিন লোনে ১৫,০০,০০০ টাকার মওকুফ পেয়েছেন। এর মধ্যে ১০,০০,০০০ টাকা ছাড় পর্যন্ত করযোগ্য নয়।
কিন্তু বাকি ৫,০০,০০০ টাকা হবে করযোগ্য এবং "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসেবে ধরা হবে।

(৯) যদি কোনো করদাতা কোনো **লটারি, শব্দজট (raffle), কার্ড গেম, অনলাইন গেম বা এই ধরনের যেকোনো খেলা জিতে অর্থ বা পুরস্কার পান**, তাহলে সেই অর্থকে "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসেবে ধরা হবে এবং তার উপর কর আরোপিত হবে।

উদাহরণ: করদাতা মমিন একটি অনলাইন গেমে ৫,০০,০০০ টাকা জিতেছেন, এবং তিনি লটারি থেকে ১,০০,০০০ টাকা পেয়েছেন। এই জেতা অর্থগুলো ওই বছরের "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসেবে গণনা করা হবে এবং কর দিতে হবে।

(১০) যদি কোনো **কোম্পানি** স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত না থাকে (অর্থাৎ একটি প্রাইভেট লিমিটেড বা আনলিস্টেড পাবলিক কোম্পানি হয়), এবং কোনো আয়বর্ষে কোম্পানি **তার শেয়ারহোল্ডারের কাছ থেকে** ব্যাংক ট্রান্সফার ছাড়া নগদে **শেয়ার মূলধন গ্রহণ করে**,

তবে ঐ নগদে প্রাপ্ত শেয়ার মূলধনকে আয় ধরা হবে, এবং তা কোম্পানির "অন্যান্য উৎস হতে আয়" খাতে গণনা হবে।

ব্যতিক্রম

যদি শেয়ার মূলধন নগদের পরিবর্তে কোনো সম্পদ (যেমন জমি, ভবন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) বা সেবা (যেমন টেকনিক্যাল সার্ভিস) আকারে দেওয়া হয়, তবে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

উদাহরণ: কোম্পানি ABC Ltd. (আনলিস্টেড) শেয়ারহোল্ডার মি. করিম ২০২৪-২৫ করবর্ষে কোম্পানিতে ১০,০০,০০০ টাকা নগদে শেয়ার মূলধন দেন।

কর আইন অনুযায়ী, এই ১০,০০,০০০ টাকা কোম্পানির "অন্যান্য উৎস হতে আয়" হিসেবে গণনা হবে। অর্থাৎ কোম্পানিকে এই টাকার ওপর আয়কর দিতে হবে।

উদাহরণ: একই শেয়ারহোল্ডার যদি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে ১০,০০,০০০ টাকা শেয়ার মূলধন দেন, তাহলে এটি শেয়ার মূলধন হিসেবেই থাকবে, কোম্পানির করযোগ্য আয় হবে না।

উদাহরণ: শেয়ারহোল্ডার যদি কোম্পানিকে ৫০ লাখ টাকার একটি জমি দেন এবং এর বিনিময়ে কোম্পানির শেয়ার নেন, এটি শেয়ার মূলধন হিসেবে গণ্য হবে, কিন্তু "অন্যান্য উৎস হতে আয়" হিসেবে ধরা হবে না।

(১১) যদি কোনো **কোম্পানি করদাতা বা প্রাতিষ্ঠানিক করদাতা** (স্বাভাবিক ব্যক্তি নয়) অন্য কারো কাছ থেকে টাকা নেয় (অগ্রিম, loan/ঋণ বা deposit/ডিপোজিট আকারে), কিন্তু সেটি **ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার ছাড়া অন্যভাবে** নেয়,

- যে বছর নেওয়া হয়েছে, সেই বছরেই পুরোটা কোম্পানির আয় হিসেবে ধরে নেওয়া হবে।
- আয় খাত হবে → "অন্যান্য উৎস হইতে আয়"

ব্যতিক্রম:

পরের বছরে যদি করদাতা সেই টাকা ফেরত দিয়ে দেয় (পুরোটা বা অংশবিশেষ), তাহলে ফেরত দেওয়া টাকার পরিমাণ সেই পরবর্তী বছরের আয় থেকে বাদ যাবে।

উদাহরণ: কোম্পানি ABC Ltd. ২০২৫–২৬ সালে ব্যক্তিগতভাবে জনাব কামাল এর কাছ থেকে নগদে ৩০,০০,০০০ টাকা ঋণ নিল।

যেহেতু এটা ব্যাংক ট্রান্সফার বা ক্রসড চেকের মাধ্যমে হয়নি, তাই ৩০,০০,০০০ টাকা ২০২৫–২৬ সালের জন্য কোম্পানির আয় হিসেবে ধরা হবে। এই আয়কে "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" এর মধ্যে গণনা করা হবে।

পরবর্তী বছর (২০২৬–২৭):

ABC Ltd. যদি ওই ঋণের মধ্যে ১০,০০,০০০ টাকা কামালকে ফেরত দেয়, তাহলে ২০২৬–২৭ সালে আয় গণনার সময় ওই ১০,০০,০০০ টাকা বাদ দেওয়া হবে।

(১২) কোম্পানি তার **মূলধন + রিজার্ভ + পুঞ্জিভূত মুনাফার ১০% এর বেশি দামী গাড়ি** কিনলে, ১০% এর অতিরিক্ত অংশের অর্ধেক (৫০%) "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসেবে ধরা হবে।

উদাহরণ: একটি কোম্পানির আর্থিক অবস্থাঃ

- পরিশোধিত মূলধন = ২০ কোটি টাকা
- রিজার্ভ = ৫ কোটি টাকা
- পুঞ্জিভূত মুনাফা = ৫ কোটি টাকা

মোট = ৩০ কোটি টাকা। এখন, ৩০ কোটির ১০% = ৩ কোটি টাকা
অর্থাৎ, কোম্পানি সর্বোচ্চ ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত গাড়ি কিনতে পারে, কোনো সমস্যা হবে না।

কিন্তু কোম্পানি যদি ৪ কোটি টাকার গাড়ি কিনে, তাহলে বাড়তি অংশ = (৪ – ৩) = ১ কোটি টাকা
এই ১ কোটি টাকার ৫০% = ৫০ লাখ টাকা "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসেবে গণনা হবে।

(১৩) যদি কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা অন্য কারো কাছ থেকে **অগ্রিম, ঋণ, ডিপোজিট** গ্রহণ করেন **কিন্তু ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে না নিয়ে**, নগদে বা অন্যভাবে নেন, এবং সেই পরিমাণ **৫ লক্ষ টাকার বেশি হয়**, তাহলে এই টাকা যেই বছরে নেওয়া হয়েছিল, সেই বছরেই করদাতার **"**অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসেবে গণ্য হবে।

এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না যদি

(ক) স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, **আপন ভাই বা বোন,** বা সন্তানের কাছ থেকে নেওয়া হয়, এবং উভয়ের (দাতা ও গ্রহীতা) রিটার্নে ঠিকভাবে দেখানো থাকে।

(খ) যদি কোনো ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো/মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির নিবন্ধিত সংস্থা ডিপোজিট গ্রহণ করে।

উদাহরণ: মি. রফিক তার এক বন্ধুর কাছ থেকে নগদে ৮ লক্ষ টাকা ঋণ নিলেন। এটি ব্যাংক ট্রান্সফার বা ক্রসড চেকের মাধ্যমে হয়নি। যেহেতু এটির পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার বেশি।
সেক্ষেত্রে এই ৮ লক্ষ টাকা সেই বছরের "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসেবে গণনা হবে।

উদাহরণ: মি. রফিক তার বাবার কাছ থেকে নগদে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ নিলেন। এটি পরিবার থেকে নেওয়া

হয়েছে। বাবার এবং রফিকের উভয়ের রিটার্নে এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই অর্থ আয় হিসেবে ধরা হবে না।

উদাহরণ: একটি NGO (মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি দ্বারা নিবন্ধিত) গ্রামীণ সদস্যদের কাছ থেকে নগদে ৫০ লক্ষ টাকা ডিপোজিট নিল। এটিও ব্যতিক্রম, তাই "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসেবে ধরা হবে না।

(১৪) যদি কোনো **করদাতা**, যিনি **রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় জড়িত নন**, কোনো **গৃহসম্পত্তি** বা তার অংশবিশেষ

- **নির্মাণ** বা **মেরামতের** জন্য
- **বাকিতে** নির্মাণ সামগ্রী কেনেন,

এবং সেই টাকা ক্রয়ের পরবর্তী ২ আয়বর্ষের মধ্যে পরিশোধ না করেন, তাহলে সেই অর্থ "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসেবে ধরা হবে।

উদাহরণ: Mr. Karim (রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় জড়িত নন)

- 2024-25 করবর্ষে একটি ফ্ল্যাট মেরামতের জন্য ১২ লক্ষ টাকার সিমেন্ট ও রড বাকিতে কিনলেন।
- তিনি 2025-26 এবং 2026-27 দুইটি আয়বর্ষেও টাকা পরিশোধ করলেন না।

তাহলে 2027-28 করবর্ষে এই ১২ লক্ষ টাকা তার "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসেবে গণনা হবে।

উদাহরণ: Mrs. Ayesha একটি ডেভেলপার কোম্পানি চালান (রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় জড়িত)।

- তিনি 2024-25 করবর্ষে একটি ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার ইট ও বালি বাকিতে নিলেন।
- ২ বছরেও পরিশোধ করেননি।

এখানে নিয়ম প্রযোজ্য হবে না, কারণ তিনি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় জড়িত।

(১৫) যখন কোনো করদাতা **সংশোধিত রিটার্ন (Revised Return)** জমা দেয়, এবং সেখানে এমন কোনো আয় দেখায়, যেটি হয়—

- **কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত (Tax Exempted)**, বা
- **হ্রাসকৃত কর হারের (Reduced Tax Rate)** আওতাভুক্ত,

তাহলে সরকার সন্দেহ করবে যে কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে।

সেই কারণে, করদাতার

- **সংশোধিত রিটার্নে দেখানো আয় (ক)** এবং
- **মূল রিটার্নে দেখানো আয় (খ)**

এই দুটির পার্থক্য (ক – খ) → সেটা ধরা হবে করদাতার "অন্যান্য উৎস হইতে আয়"

ব্যতিক্রম:

কিছু বিশেষ করমুক্তির খাত (ষষ্ঠ তফসিলের নির্দিষ্ট ধারা যেমন—৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১৭, ৩৫ এবং চাকরি-সম্পর্কিত কর অব্যাহতি) এর ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

উদাহরণ: ধরা যাক, করদাতা Mr. Rahim মূল রিটার্নে দেখিয়েছিলেন — কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় ১০,০০,০০০ টাকা। পরে তিনি সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলেন, সেখানে দেখালেন — কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়: ১৫,০০,০০০ টাকা তাহলে,

- ক = ১৫,০০,০০০ টাকা (সংশোধিত রিটার্নে দেখানো আয়)
- খ = ১০,০০,০০০ টাকা (মূল রিটার্নে দেখানো আয়)
- ক – খ = ৫,০০,০০০ টাকা

এই ৫,০০,০০০ টাকা এখন আর কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত ধরা হবে না, বরং ২০২৫–২৬ সালের জন্য এটা "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসেবে গণনা হবে এবং সাধারণ নিয়মে ট্যাক্স দিতে হবে।

উদাহরণ: জনাব মজনু মিয়া প্রথমে তাঁর রিটার্নে শুধু গৃহসম্পত্তি খাতে আয় = ১০,০০,০০০ টাকা দেখান। কিন্তু ভুলবশত তিনি বাদ দিয়ে ফেলেন:

1. মৎস্য চাষ হতে আয় = ৮,০০,০০০ টাকা
2. পিতা থেকে প্রাপ্ত দান = ৬,০০,০০০ টাকা

পরে তিনি এগুলো যুক্ত করে একটি সংশোধিত রিটার্ন (Revised Return) দাখিল করেন।

কর আইনের নিয়ম - ধারা ৬৭(১৫):

যদি সংশোধিত রিটার্নে কোনো নতুন আয় দেখানো হয় এবং সেই আয় আসলে করমুক্ত বা কম হারের করযোগ্য আয় হয়, তাহলে আইন বলছে সেই আয়কে "অন্যান্য উৎস হতে আয়" হিসাবে ধরা হবে।

- অর্থাৎ, যদিও মৎস্য চাষের আয় করমুক্ত, তবুও যেহেতু সেটি মূল রিটার্নে দেখানো হয়নি, বরং পরে সংশোধিত রিটার্নে নতুন করে দেখানো হলো, তাই এটি অন্যান্য উৎস খাতে যোগ হবে।

ষষ্ঠ তফসিল, অংশ ১, দফা (৩৫)

কোনো করদাতা যদি পিতা, মাতা, স্ত্রী/স্বামী, সন্তান ইত্যাদি কাছের আত্মীয় থেকে দান পান এবং উভয়ের রিটার্নে সেটি প্রতিফলিত থাকে, তবে সেই দান করমুক্ত।

- তাই ৬,০০,০০০ টাকা দান করযোগ্য হবে না।

- উপরন্তু, যেহেতু এটি সম্পূর্ণ করমুক্ত, তাই ধারা ৬৭(১৫) এখানে প্রযোজ্য নয়।

আয় নিরূপণ

- গৃহসম্পত্তি খাতের আয় = ১০,০০,০০০ টাকা
- অন্যান্য উৎস হতে আয় = ৮,০০,০০০ টাকা (মৎস্য চাষের আয়, যা ধারা ৬৭(১৫) অনুযায়ী এখানে যাবে)
- দান = ৬,০০,০০০ টাকা (করমুক্ত, অন্তর্ভুক্ত হবে না)

মোট করযোগ্য আয় = ১০,০০,০০০ + ৮,০০,০০০ = ১৮,০০,০০০ টাকা

ধারা ৬৮: অন্যান্য উৎস হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন

(১) কোনো ব্যক্তির যখন "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" গণনা করা হবে, তখন কেবল সেই আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে খরচ করা যৌক্তিক ব্যয় (expenses) বাদ দেওয়া যাবে।
কিন্তু, যদি ব্যয়টি **মূলধনী প্রকৃতির (capital expenditure)** বা **ব্যক্তিগত প্রকৃতির (personal expenditure)** হয়, তবে সেটি বাদ দেওয়া যাবে না।

(২) ধারা ৬৭ ("অন্যান্য উৎস হইতে আয়" পরিগণনার সাধারণ নিয়ম) অনুযায়ী, উপ-ধারা (৫) ও (৬) ছাড়া অন্য কোনো আয়-সংশ্লিষ্ট ব্যয় অনুমোদনযোগ্য নয়।

(৩) শুধু খরচ করলেই হবে না, আয়কর কর্তৃপক্ষ দেখবে যে খরচটি যৌক্তিক (reasonable) কি না।

উদাহরণ: শিল্পী লতা একটি কনসার্টে গান গেয়ে ৫,০০,০০০ টাকা পেয়েছেন।
খরচ করেছেনঃ

- স্টেজ ভাড়া = ৫০,০০০ টাকা
- সাউন্ড সিস্টেম = ৩০,০০০ টাকা
- সহকারী শিল্পীর পারিশ্রমিক = ২০,০০০ টাকা
- নতুন গিটার কিনলেন = ১,০০,০০০ টাকা (মূলধনী ব্যয়)
- নিজে ও পরিবারের ব্যক্তিগত হোটেল খরচ = ৫০,০০০ টাকা (ব্যক্তিগত প্রকৃতির ব্যয়)

গণনা: মোট আয় = ৫,০০,০০০ টাকা
অনুমোদনযোগ্য খরচ = (৫০,০০০ + ৩০,০০০ + ২০,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা
করযোগ্য আয় = ৫,০০,০০০ – ১,০০,০০০ = **৪,০০,০০০ টাকা**
নতুন গিটার কেনা এবং নিজে ও পরিবারের ব্যক্তিগত হোটেল খরচ অনুমোদনযোগ্য নয়।

ধারা ৬৯: কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদিত না হওয়া

(১) যদি কোনো সম্পদের (asset) বিপরীতে একবার কোনো খরচ **আংশিক বা সম্পূর্ণ অনুমোদিত** হয়ে থাকে, তাহলে সেই একই খরচকে আবার একই সম্পদের বিপরীতে দেখানো যাবে না। একই ব্যয়কে বারবার deduction (বিয়োজন) হিসেবে দাবি করা যাবে না।

উদাহরণ: রহমান সাহেব একটি মেশিন ভাড়া দিয়ে আয় করেন। মেরামতের খরচ ৫০,০০০ টাকা তিনি "অন্যান্য উৎস হইতে আয়"-এর খাতে deduction হিসেবে দাবি করলেন। পরের বছর একই মেরামতের খরচকে আবার দেখাতে পারবেন না।

অর্থাৎ একবার যেটা allow হয়েছে, সেটা আরেকবার allow হবে না।

(২) এই ধারায় যে সীমাবদ্ধতা আছে, তা ধারা ৫৫-এর সীমাবদ্ধতার মতোই কার্যকর হবে। অর্থাৎ— যেমনভাবে ধারা ৫৫ খরচ অনুমোদনের ক্ষেত্রে সীমা আরোপ করে, তেমনি এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রেও একই সীমাবদ্ধতা প্রযোজ্য হবে।

অন্যান্য উদাহরণ

বিষয়ঃ অন্যান্য উৎস থেকে আয়ভুক্ত কোন উৎস হতে উৎসে কর কর্তন/আদায় করা হয়ে থাকলে করদাতা মোট (Gross) প্রাপ্তি আয় হিসাবে প্রদর্শন করবেন, নীট (Net) প্রাপ্তি নয়।

উদাহরনঃ মিজ সুফিয়া আক্তার সেপ্টেম্বরে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতার জন্য মোট ১,০০,০০০ টাকা ফি নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় উৎসে কর কেটে রাখা হয়েছে ১০,০০০ টাকা, এবং তিনি হাতে পেয়েছেন ৯০,০০০ টাকা।

১. এই আয়টি আয়কর রিটার্নে কীভাবে দেখাবেন?

২. যদি বছর শেষে সমস্ত আয়ের উপর করদায় ৫৫,০০০ টাকা হয়, তাহলে তিনি কত টাকা আয়কর আরও পরিশোধ করবেন?

সমাধানঃ

প্রদত্ত তথ্য

- মিজ সুফিয়া আক্তারের বক্তৃতা ফি = ৯০,০০০ টাকা
- উৎসে কেটে রাখা আয়কর (TDS) = ১০,০০০ টাকা

ধাপ ১: মোট আয় নিরূপণ (Gross Income)

মোট আয় = হাতে পাওয়া টাকা + উৎসে কর্তিত কর

Gross Income = ৯০,০০০ + ১০,০০০ = ১,০০,০০০ টাকা

অর্থাৎ, আয়কর আইন অনুযায়ী আমরা Gross income দেখাবো, Net নয়।

ধাপ ২: মোট কর দায় নিরূপণ

বছর শেষে মিজ সুফিয়ার সব উৎস মিলিয়ে মোট আয় এর উপর নিরূপিত কর = ৫৫,০০০ টাকা

ধাপ ৩: বকেয়া কর নিরূপণ

মোট করের মধ্যে উৎসে কর্তিত কর (TDS) বাদ দিতে হবে, কারণ তা আগেই অগ্রিমভাবে পরিশোধ হয়েছে।

বাকি প্রদেয় কর = মোট কর দায় (Total Tax Liability) - উৎসে কাটা কর (TDS)

= (৫৫,০০০ - ১০,০০০) টাকা

= ৪৫,০০০ টাকা

ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার অডিট প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য

অন্যান্য উৎস হতে আয়:

(ক) অন্যান্য সূত্র হতে আয় উপার্জনকারীর বিনিয়োগ/ স্থিতি আয়কর রিটার্নে প্রদর্শিত হয়েছে কি-না;

সাধারণত এই খাতে যে আয়ের ধরন পড়ে:

- লটারি, পুরস্কার, প্রতিযোগিতা হতে প্রাপ্ত নগদ অর্থ
- রয়্যালটি ফি
- কোনো অনির্দিষ্ট উৎস হতে নগদ অর্থ (যদি বৈধ প্রমাণ থাকে)

আয়কর রিটার্নে প্রদর্শনের নিয়ম:

রিটার্নে সাধারণত আলাদা শিডিউল থাকে "অন্যান্য সূত্র হতে আয়" শিরোনামে উক্ত আয় দেখাতে হয়।
সেখানে উৎসে কর কর্তন (AIT/TDS) হয়েছে কি না সেটাও উল্লেখ করতে হয়।
মোট আয় যোগ হয়ে করযোগ্য আয়ের সাথে যুক্ত হয়।

উদাহরণ: সঞ্চয়পত্র থেকে মুনাফা
মিসেস রহিমা সঞ্চয়পত্র থেকে বছরে মুনাফা পেয়েছেন ১,২০,০০০ টাকা।
সঞ্চয়পত্র মুনাফার ওপর ১০% উৎসে কর কাটা হয়েছে (১২,০০০ টাকা)।

রিটার্নে দেখাবেন:
অন্যান্য সূত্র হতে আয়: ১,২০,০০০ টাকা
উৎসে কর কর্তন: ১২,০০০ টাকা
এই আয়ও মোট করযোগ্য আয়ের সাথে যোগ হবে।

লক্ষ্যণীয়:

অনেক সময় করদাতারা মনে করেন ব্যাংক/সঞ্চয়পত্রে উৎসে কর কেটে নেওয়ায় আর রিটার্নে দেখানোর দরকার নেই। এটা ভুল। আইন অনুযায়ী সব আয় রিটার্নে দেখাতে হয়।
না দেখালে ট্যাক্স অডিটে সমস্যা হতে পারে এবং জরিমানার ঝুঁকি থাকে।

(খ) ধারা ৬৭ অনুসারে অন্যান্য সূত্রের আয়সমূহ যথাযথভাবে প্রদর্শিত হয়েছে কি-না; এবং

(গ) ধারা ৬৯ অনুসারে অনুমোদনযোগ্য নয় এমন কোনো ব্যয়/ সুবিধা গ্রহণ করা হয়েছে কি-না।

উদাহরণ: "XYZ কোম্পানি" ২০২৪-২৫ আয়বর্ষে বিদ্যুতের বিল হিসেবে ৫০,০০০ টাকা খরচ দেখিয়েছে এবং সেটি অনুমোদন করা হয়েছে। কিন্তু পরে একই আয়বর্ষে আবার তারা ৫০,০০০ টাকা বিদ্যুত বিতরণ খরচ বিভাগে আবার দাবি করতে চায়।

এই দ্বিতীয় দাবিটি ধরা হবে না, কারণ ধারা ৬৯ অনুযায়ী একই সম্পদের বিপরীতে একবার অনুমোদিত ব্যয় পুনরায় গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া, ধারা ৫৫ অনুযায়ী অতিরিক্ত সীমাবদ্ধতাও প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ: ধরা যাক: "ABC ব্যবসা" তার আয় হিসাব করতে যায়, এবং থাকার বাইরে প্রাপ্ত পারকুইজিট (perquisites) দেখাচ্ছে ১২ লাখ টাকা। কিন্তু আইন অনুযায়ী, পারকুইজিট নির্দিষ্ট সীমা (যেমন, ১০ লাখ টাকা) ছাড়িয়ে গেলে অতিরিক্ত অংশটি অনুমোদনযোগ্য নয় (ধরা যাক এটি ধারা ৫৫ অনুযায়ী নির্ধারিত)।

এখানে, প্রথম ১০ লাখ টাকা হয়তো অনুমোদনযোগ্য, বাকি ২ লাখ টাকা অনুমোদনযোগ্য নয়,
এবং ধরা যাক পূর্বে একই কোনও সম্পদের জন্য বিয়োজন (অকার্যকারিতা) হয়েছে, তবে ধারা ৬৯ অনুযায়ী সেই বিয়োজন পুনরায় গ্রহণযোগ্য হবে না।